দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 23 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ১ ...

শিক্ষার্থীদের ভ্রান্তি নিরসনে

জাস্টিন গোমেজ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিনা বাধায় অর্জিত হয়নি। এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ীর ইতিহাস। আর এ রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের পাতায় রয়েছে সর্বস্তর মানুষের স্থান। এর মধ্যে ছাত্র-যুব সমাজের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। সে সময় তাদের নব উদ্যমতা ও স্বাধিকার আদায়ের যে তেজ তা মনে পড়ে আজও শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ২৫ মার্চ গভীর রাতে নিরস্ত্র বাঙালীর ওপর পাকিস্তানী হানাদাররা যখন নৃশংসতম হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছিল, তখন হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল এ দেশের ছাত্র-কৃষক, শ্রমিক-জনতা। মাত্র নয় মাস যুদ্ধ করে তারা দেশটাকে শত্রু মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। পৃথিবীর আর কোন জাতিই এত কম সময়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। যারা সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তারাই জানে নয় মাসের মধ্যে শেষ হওয়া যুদ্ধটা ছিল কত ভয়াবহ। মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা ছিল একটি অসাম্প্রদায়িক, শোষণহীন গণতন্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, যে স্বপ্ন বা আকাঙ্ক্ষা সামনে রেখে এ দেশের আপামর জনগণ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, সেই স্বপ্ন পূরণ করা স্বাধীনতার এত বছর অতিক্রম করলেও নানা কারণে সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতার পর বার বার হত্যা ও রক্তপাতের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী দেশী ও বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের তৎপরতা, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, ঘুষ, দুর্নীতি ইত্যাদি অবক্ষয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিপন্ন করে চলেছে। নিজ স্বার্থের প্রয়োজনে অনেকেই যে কোন নিষ্ঠুরতম কাজ করতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করছে না। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে দেশপ্রেমের অভাব। আর সবার মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করার মাধ্যমে এখনও মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ বাস্তবায়ন সম্ভব। আমি মনে করি আমাদের নতুন প্রজন্মই আমাদের সেই স্বপ্নের দেশ উপহার দিতে পারবে। তাই এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানাতে হবে। তাদের